বাংলাদেশের পর্যটন মিথ
পর্ব ৪

মাবরুর মাহমুদ

আইএফডি পলিসি পেপার সিরিজ
পেপার ৩

জানুয়ারী ১, ২০১৫

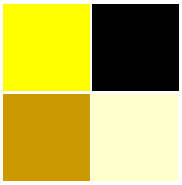

[এই রচনার সকল মন্তব্য এবং যে কোন ভুল ভ্রান্তির জন্য লেখক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। এর জন্য অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়]

বাংলাদেশের পর্যটন মিথ ৪
বাংলাদেশের রক্ষণশীল সংস্কৃতি পর্যটন শিল্পের বিকাশের অন্তরায়

বাংলাদেশের রক্ষণশীল সংস্কৃতি যদি পর্যটন শিল্প বিকাশের প্রতিবন্ধকতা হত, তাহলে লোনলি প্ল্যানেট ২০১১ সালে বাংলাদেশকে কিভাবে সবচেয়ে সেরা Value Destination হিসাবে মনোনীত করল? এই মনোনয়নের সময় লোনলি প্ল্যানেট তো বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার বাস্তবতা মেনে নিয়েই বাংলাদেশকে শীর্ষস্থানে রেখেছিল!

বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থা পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্তরায় কিনা, তা পর্যালোচনা করার আগে আমরা শুরুতেই আলোচনা করব 'রক্ষণশীলতা' বলতে আমরা আসলে কি বুঝি।

রক্ষণশীলতা কি?

বাংলাদেশের মানুষ কি বিদেশীদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে?

মোটেই না। বাংলাদেশের মানুষ বরং অতিথিবৎসল এবং ভিনদেশী দেখলে তাদের এই আতিথেয়তা বরং আরো বেড়ে যায়।

বাংলাদেশে কি বিদেশীরা বৈষম্যের শিকার হন?

তাও নয়। এই ধরনের অভিযোগ কোন বিদেশীর কাছ থেকে এসেছে বলে আমরা কখনো শুনিনি।

তাহলে এই রক্ষণশীলতা বলতে আমরা কি বুঝি?

পর্যটন খাত নিয়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার রক্ষণশীলতার আলোচনা যখন হয়, তখন মূলতঃ নীচের দুটি বিষয়কে রক্ষণশীল উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়ঃ

১. বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতিতে মদ্যপান নিষিদ্ধ, অথচ অনেকের মনেই এমন এক ধারণা রয়েছে যে মদ্যপানের সহজলভ্যতা ছাড়া পর্যটন খাতের বিকাশ সম্ভব নয়;

২. অনেকের মনেই এই ধারণা রয়েছে যে বিদেশী পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করতে হলে নাইট ক্লাব, ডিসকো বার ইত্যাদি উপাদানের ব্যাপারে উদার মনোভাব প্রয়োজন, কিন্তু এই উপাদানগুলিকে মুসলিম সংস্কৃতিতে উৎসাহিত করা হয় না।

এখানে বলা দরকার, মদ্যপানের সাথে আবার নাইট ক্লাব এবং ডিসকো বারের একটি সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। নাইট ক্লাব এবং ডিসকো বারের বিকাশ ঘটবে না মদ্যপানের সুযোগ অবারিত না থাকলে।

পর্যটন খাতের সাথে এই উপাদানগুলির একটি যোগসূত্র রয়েছে, তা অস্বীকার করা যাবে না, তবে এখানে পরিষ্কার করা প্রয়োজন, এই উপাদানগুলি মূলত প্রযোজ্য শুধুমাত্র অবকাশের জন্য আসা পর্যটকদের বেলায়। অন্যান্য শ্রেণির পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য এই দুটি উপাদানের কোন প্রয়োজন নেই।

যেমন বাংলাদেশে ব্যবসায়িক পর্যটকদের আনাগোনা বাড়বে কিনা, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে বাংলাদেশের সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিবেশ এবং অর্থনীতির প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতার উপর। বাংলাদেশের অর্থনীতি যদি শক্তিশালী হয়, এর অর্থনীতির প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা যদি দিন দিন বাড়তে থাকে, তাহলে রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার বাস্তবতা মেনে নিয়েই বাংলাদেশে অসংখ্য ব্যবসায়ী পর্যটকের আগমন ঘটবে।

একই কথা প্রযোজ্য স্বাস্থ্যসচেতন পর্যটক কিংবা শিক্ষানুরাগী পর্যটকদের বেলাতেও। বাংলাদেশে এই ধরনের পর্যটকদের আগমনের সাথে মদ্যপানের সহজলভ্যতার আসলে কোন যোগসূত্র নেই। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা যদি বিশ্বমানের হয় এবং এই সেবা যদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, তাহলে সমাজের রক্ষণশীল সংস্কৃতি মেনে নিয়েই এই শিল্পে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকদের আগমন ঘটবে। ধার্মিক পর্যটকদের বেলায় মদের সহজলভ্যতা বরং পর্যটকদেরকে বাংলাদেশে আসতে নিরুৎসাহিত করবে।

আবার অবকাশকালীন পর্যটকদের বেলায় বলা যায়, বাংলাদেশের সামগ্রিক অবকাঠামো যদি মালয়শিয়া কিংবা সিঙ্গাপুরের মানে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার রক্ষণশীলতা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তারপরও কি বাংলাদেশে অবকাশকালীন বিদেশী পর্যটকদের আগমন ঘটবে না?

এই প্রশ্নের আসলে কোন বাস্তব উওর নেই কারণ এখন পর্যন্ত কোন দেশ পর্যটন খাতে এই পরীক্ষাটি করেছে বলে আমাদের জানা নেই। পৃথিবীতে যে সকল মুসলিম প্রধান দেশ পর্যটন খাতে বিশ্বমান অর্জন করেছে, সেই সকল দেশের কোন দেশই এই পরীক্ষাটি করেনি।

মালদিভস অবকাশ যাপনের জন্য একটি বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র। প্রতি বছর এই দেশে অসংখ্য বিদেশী পর্যটক ভ্রমণ করেন অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে। অথচ মুসলিম প্রধান দেশ হওয়া সত্বেও মালদিভসের রিসোর্টগুলিতে মদ সহজলভ্য। মালদিভসের মূল শহর এলাকাতে মদ্যপান নিষিদ্ধ হলেও মালদিভস সরকার রিসোর্টগুলোর বেলায় অন্তত এই বিষয়ে তাদের নীতি শিথিল করেছে।

পেশাগত উদ্দেশ্যে আমাকে একাধিকবার মালদিভসে যেতে হয়েছে। একাধিক বিশ্বমানের রিসোর্ট ঘুরে দেখার সুযোগও হয়েছে। এই অনিন্দ্যসুন্দর দ্বীপ রাষ্ট্রটি দেখে আমার মনে হয়েছে অবকাশকালীন পর্যটকরা কি শুধুমাএ মদের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য এই সুন্দর দ্বীপ রাষ্ট্রটি ভ্রমণ করবেন না?

আমি এই প্রশ্নটি করেছিলাম মালদিভসের একজন নীতিনির্ধারককে। তার সোজাসাপ্টা উওর, মদ্যপানের সুযোগ অবারিত করা ছাড়া অবকাশকালীন পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়।

একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় দুবাই কিংবা কাতারের বেলাতেও। এই দুটি দেশে পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে মদের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার একটি মৌলিক নীতিকে অগ্রাহ্য করেই।

অনিন্দ্যসুন্দর দ্বীপরাষ্ট্র মালদিভসের একটি রিসোর্ট। একটি মুসলিম প্রধান দেশ হলেও মালদিভস পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য মদ্যপানের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করেছে[১]।

অবকাশ সম্পর্কিত পর্যটন শিল্পের সাথে মদ্যপানের সুযোগের যোগসূত্র কতটুকু, তা জানার জন্য আমরা প্রচুর অনলাইন সার্চ করেছি, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই বিষয়ে আমরা কোন গবেষণা পেপারের খোঁজ পাইনি। অর্থাৎ এখানে ধরেই নেয়া হয়েছে যে মদ্যপানের সুযোগ ছাড়া অবকাশ সম্পর্কিত পর্যটন বিকাশ সম্ভব নয়। তাই এই বিষয়ে গবেষণারও কোন প্রয়োজন নেই।

কোন প্রকার গবেষণা পেপারের খোঁজ না পেয়ে আমরা অবশেষে শরণাপন্ন হই দুইজন বৃটিশ নাগরিকের। তারা দুইজনই পঞ্চাশোর্ধ। শ্বেতাঙ্গ। তাদের একজন মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং অপরজন তরুণ বয়স থেকেই মদ্যপান করেন না।

[১] ছবিসূত্রঃ আইএফডি।

তাদের দুইজনের কাছেই আমাদের প্রশ্ন ছিল, মদ্যপানে অভ্যস্ত একজন পর্যটক যদি জানতে পারেন যে কোন একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে মদ্যপানের সুযোগ নেই, তাহলে তিনি কি সেই পর্যটন কেন্দ্রে যাবেন না? তিনি কি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম বৃটিশ নাগরিক আমাদেরকে সোজাসাপ্টা বলেছিলেন মদ্যপানের সুযোগ দেয়া ছাড়া পর্যটনের বিকাশ সম্ভব নয়। এই সুযোগ ছাড়া একজন পর্যটক কোন পর্যটন কেন্দ্রে যাবেন না।

দ্বিতীয় জন বলেছিলেন মদ্যপানের সুযোগ পর্যটনে প্রভাব ফেলে এবং এর অপ্রাপ্তি অনেক পর্যটককেই সেই পর্যটন কেন্দ্রে যেতে নিরুৎসাহিত করবে কারণ মদ্যপান রিল্যাক্সের প্রতিশব্দ। একজন পর্যটক যখন আয়েশ করতে চান, তখন তিনি মদ্যপান করতে চান। অবকাশ যাপনে যখন একজন পর্যটক কোন স্থানে ভ্রমণ করেন, তখন তিনি আয়েশি মুডে থাকেন। ফলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই মদ্যপান করতে চাইবেন। তাই মদ্যপানের অপ্রাপ্তি অনেক পর্যটককেই সেই পর্যটন কেন্দ্রে যেতে নিরুৎসাহিত করবে।

আমরা অনলাইন সার্চ করে জানার চেষ্টা করেছি, কোন গবেষক কি একই ধরনের কোন প্রশ্ন কোন পর্যটককে করেছিলেন কিনা। এই সার্চের ফলে আমরা যদিও কোন গবেষণা পেপারের খোঁজ পাইনি, কিন্তু জানতে পেরেছি একই ধরনের একটি প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে ২০১৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার একটি ট্র্যাভেল পোর্টাল জরিপ চালিয়েছিল একদল পর্যটকের উপর।

২০১৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার একটি ইসলামিক রাজনৈতিক দল পার্লামেন্টে মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব এনে একটি বিল পেশ করেছিল। এই বিল পেশের কারণে ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র বালি দ্বীপপুঞ্জে অসংখ্য পর্যটন শিল্প মালিক আতঙ্কিত হয়ে যান এবং মনে করতে থাকেন এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে পর্যটন শিল্পে ধ্বস নামবে। এখানে উল্লেখ্য, মুসলিম প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়াতে মদ সহজলভ্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভিলোন্ডো ভিলাস (Vilondo Villas) নামের পর্যটন শিল্পভিত্তিক একটি ওয়েব পোর্টাল পর্যটকদের উপর একটি জরিপ চালায়। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপপুঞ্জে

পর্যটকদের বিভিন্ন হোটেল, মোটেল এবং আবাসন ব্যবস্থা আয়োজনে এই পোর্টালটি সহায়তা করে থাকে।

এই জরিপে ৪০ টি দেশের ৩১৭ জন পর্যটককে প্রশ্ন করা হয়, ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপপুঞ্জে যদি এলকোহল নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে পর্যটকরা কি বালি দ্বীপে আসতে আগ্রহ হারাবেন? আমরা এই ইন্টারেস্টিং জরিপটির বিভিন্ন ফলাফল নীচে তুলে ধরছিঃ

ইন্দোনেশিয়াতে মদ জাতীয় পানীয় নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আপনার উপর এই প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞার প্রভাব কি?

মতামত	সংখ্যা	%
এটি আমার উপর কোনই প্রভাব ফেলবে না	৭১	২২.৪%
আমার বালিতে ছুটি কাটানোর সম্ভাবনা বরং বেশি	৩১	৯.৮%
আমার বালিতে ছুটি কাটানোর সম্ভাবনা কম	৮৪	২৬.৫%
আমি আর বালিতে ছুটি কাটাবো না	১৩১	৪১.৩%
মোট	**৩১৭**	**১০০%**

এই ৩১৭ জন পর্যটকদের মধ্যে ১০১ জন ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান। ইন্দোনেশিয়াতে যেহেতু অস্ট্রেলিয়ান পর্যটকদের আধিক্য রয়েছে, সেহেতু অস্ট্রেলিয়ান পর্যটকদের এই বিষয়ে মতামত আমরা আলাদাভাবে তুলে ধরছিঃ

মতামত	সংখ্যা	%
এটি আমার উপর কোনই প্রভাব ফেলবে না	২২	২১.৮%
আমার বালিতে ছুটি কাটানোর সম্ভাবনা বরং বেশি	২৩	২২.৮%
আমার বালিতে ছুটি কাটানোর সম্ভাবনা বরং কম	১৩	১২.৯%
আমি আর বালিতে ছুটি কাটাবো না	৪৩	৪২.৬%
মোট	**১০১**	**১০০%**

এখানে উল্লেখ্য, যে ৩১৭ জনের মতামতের উপর এই জরিপটি করা হয়েছিল, তার মধ্যে ১০১ জন (৩১.৯%) ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক, ৮৩ জন (২৬.২%) ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক, ২৭ জন (৮.৫%) ছিলেন ইউএসএ'র নাগরিক, ১৫ জন (৪.৭%) ছিলেন সিঙ্গাপুরের নাগরিক, ১০ জন (৩.২%) ছিলেন বৃটেনের নাগরিক এবং বাকিরা

অন্যান্য দেশের নাগরিক। এর মধ্যে ৯৮ জন (৩০.৯%) ছিলেন মুসলিম প্রধান দেশের নাগরিক এবং বাকি ২১৯ জন (৬৯.১%) ছিলেন অমুসলিম অধ্যুষিত দেশের নাগরিক।

জরিপ ফলাফলের বিশ্লেষণ

এই জরিপটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যদিও জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে অধিকাংশ পর্যটক (৬৭.৮%) এই নিষেধাজ্ঞার কারণে ভবিষ্যতে আর বালিতে ছুটি কাটাতে আসবেন না, অথবা তাদের বালিতে ছুটি কাটানোর সম্ভাবনা কম, কিন্তু তারপরও প্রায় ৩২.২% পর্যটক বলেছেন তাদের উপর এই নিষেধাজ্ঞার কোন প্রভাব নেই অথবা তারা বরং বালিতে ভবিষ্যতে ছুটি কাটাতে আরো বেশি আগ্রহী হবেন।

অস্ট্রেলিয়ান পর্যটকদের মতামত বরং অন্যান্য দেশের পর্যটকদের তুলনায় বেশি মদ্যপান বিরোধী। ৪৪.৬% অস্ট্রেলিয়ান পর্যটক জানিয়েছেন তাদের উপর এই নিষেধাজ্ঞার কোন প্রভাব নেই অথবা তারা বরং বালিতে ছুটি কাটাতে আরো বেশি আগ্রহী হবেন। এর বিপরীতে ৫৫.৫% অস্ট্রেলিয়ান পর্যটক জানিয়েছেন তারা এই প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞার কারণে ভবিষ্যতে বালিতে ছুটি কাটাতে আসবেন না অথবা তাদের বালিতে ছুটি কাটানোর সম্ভাবনা কম। এখানে উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়া কিন্তু কোন মুসলিম প্রধান দেশ নয় এবং ধরে নেয়া যায় যে এই জরিপের অস্ট্রেলিয় উওরদাতাদের অধিকাংশই ছিলেন অমুসলিম।

ভুলে গেলে চলবে না এই জরিপটি করা হয়েছে এমন এক সময়ে যখন সারা বিশ্বে মদ্যপানের বিরুদ্ধে কোন জোরালো প্রচারণা চলছে না। ধূমপানের বিরুদ্ধে যেমন বিগত দশকগুলিতে সারা বিশ্বে প্রচারণা চালানো হয়েছে, একই রকম প্রচারণা যদি মদ্যপানের বিরুদ্ধেও চালানো হত, তাহলে হয়তো এই জরিপটির ফলাফল পুরোপুরি বিপরীত হত[২]।

এন্টি-এলকোহল ক্যাম্পেইন

অস্ট্রেলিয়ানদের অধিক হারে মদ্যপান বিরোধীতা দেখে আমাদের অনেকেই আশ্চর্য হতে পারেন, তবে বাস্তবতা হল অস্ট্রেলিয়ান সরকার অধিক মাত্রায় মদ্যপান কমানোর জন্য সরকারীভাবে অনেক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং তার বাস্তবায়ন করছে যার প্রতিফলন

[২] আমরা অন্তত আরেকটি জরিপ সম্পর্কে জানতে পেরেছি যেখানে প্রায় ১০,০০০ বৃটিশ নাগরিককে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৪,০০০ বৃটিশ নাগরিক জানিয়েছেন তারা মদ্যপানমুক্ত রিসোর্টে ভ্রমণ করবেন, আর বাকি ৬,০০০ বৃটিশ জানিয়েছেন, তারা সেখানে যাবেন না। যেহেতু এই জরিপের বিস্তারিত তথ্য আমাদের কাছে নেই, সেহেতু আমরা এই ব্যাপারে তথ্যাদি দিতে পারছি না। এই জরিপগুলোতে একটি বিষয় লক্ষণীয়। যারা এই জরিপগুলো করেছেন, তারা দেখাতে চেয়েছেন কি পরিমাণ পর্যটক মদ্যপানের পক্ষে। তাই এই জরিপগুলো প্রচারও করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করে। তবে আমরা বলতে চাচ্ছি, সারা বিশ্বে মদ্যপানের পক্ষের পর্যটকের সংখ্যা অনেক হলেও মদ্যপানের বিপক্ষে পর্যটকদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। আর এই জরিপটি কিন্তু করা হয়েছে অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে যেখানে মদ্যপান সামাজিক সংস্কৃতিরই একটি অংশ। (তথ্যসূত্রঃ দি টেলিগ্রাফ)

ঘটছে সাধারণ মানুষের আচার-আচরণে। মদ্যপান সম্পর্কিত অস্ট্রেলিয়ান সরকারের কৌশল সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল নীচের বক্সেঃ

মদ্যপানের চাহিদা কমাতে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের নীতি এবং কৌশল

মানবদেহের শরীরে মদ্যপানের ক্ষতিকারক প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান সরকার ২০০৬ সালে National Alcohol Strategy 2006-2011 প্রণয়ন করে যার মূল লক্ষ্য ছিল সারা দেশে সামগ্রিকভাবে এলকোহলের চাহিদা কমিয়ে আনা। এই কৌশলের আওতায় জনসাধারণকে মদ্যপান সংক্রান্ত নীতিমালার ব্যাপারে সচেতন করতে অস্ট্রেলিয়ান সরকার একটি সরকারি ওয়েবসাইট তৈরি করেছে যারা ঠিকানা www.alcohol.gov.au ।

এই ওয়েবসাইটের মূল পেজে পরিস্কার ভাষায় বলা আছে, Due to the different ways that alcohol can affect people, **there is no amount of alcohol that can be said to be safe for everyone**. People choosing to drink must realise that there will always be some risk to their health and social well-being. However, there are ways to minimise the risks. This site is designed to give Australians a basic knowledge and understanding about alcohol and its consequences in order to make informed decisions so they might minimise the risk of alcohol-related harms.

অস্ট্রেলিয়াতে ১৮ বছরের কম বয়সীদের এলকোহল পান আইনতঃ নিষিদ্ধ এবং কোন প্রাপ্তবয়স্ক যদি ১৮ বছরের কম বয়সীদেরকে মদ্যপান করান, তাহলেও তা আইনের লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হবে। অস্ট্রেলিয়াতে প্রতি বছর প্রায় ৩২০০ জন মদ্যপানজনিত জটিলতায় মারা যায় এবং প্রায় ৮১,০০০ নাগরিককে এই সংক্রান্ত জটিলতায় হাসপাতালে যেতে হয়। ২০০৪-৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় মদ্যপান থেকে সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৫.৩ বিলিয়ন ডলার। তরুণ প্রজন্মকে অতিরিক্ত মদ্যপান থেকে বিরত রাখতে অস্ট্রেলিয়ান সরকার একটি দেশব্যাপী প্রচারণার আয়োজন করেছিল যার মূল স্লোগান ছিল Don't Turn Out a Night Out into a Nightmare।

বাংলাদেশের পর্যটন বিপনন কৌশল

যে কোন পণ্যকে ভোক্তার কাছে তুলে ধরার আগে ঠিক করতে হয় এই পণ্যটির মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা যা বাজারে প্রচলিত একই ধরনের পণ্যের মধ্যে নেই। এই বিশেষ বৈশিষ্টগুলিই একটি পণ্যকে ভোক্তার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে যার ফলে ভোক্তা এই পণ্যটি কিনতে আগ্রহী হয়। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি হতে পারে পণ্যটির প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, বিশেষ আকার-আকৃতি, রং অথবা এমন কোন গুণাগুণ যা অন্য

পণ্যগুলিতে পাওয়া যাবেনা। বিপণন কৌশলের তাত্বিক ভাষায় এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে বলা হয় **ইউনিক সেলিং পয়েন্ট** (Unique Selling Point)।

আমরা আমাদের পেপারের শুরুতেই বলেছি একটি দেশের পর্যটন খাত অন্যান্য যে কোন শিল্পের মতই একটি পণ্য। এখানে দেশটি কাজ করে পণ্য হিসাবে এবং পর্যটকরা হলেন এই পণ্যের ভোক্তা। তাই একটি দেশকে পর্যটকদের সামনে পণ্য হিসাবে তুলে ধরতে হলে অন্যান্য সকল পণ্যের মতই এখানেও প্রয়োজন এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য পর্যটক আকর্ষণকারী দেশগুলি দিতে পারছে না।

বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড পর্যটন পণ্য হিসাবে বাংলাদেশকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশের যে সকল বৈশিষ্ট্য Unique Selling Point হিসাবে উল্লেখ করেছে, সেগুলি হলঃ

১. বাংলাদেশের সংস্কৃতি;
২. অকৃত্রিম আতিথেয়তা;
৩. বাংলাদেশের মুসলিম, হিন্দু এবং খৃষ্টানদের সম্মিলিত ঐতিহ্য, এবং
৪. বন্ধুবৎসল এবং কর্মঠ জনগোষ্ঠী।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে নীতিনির্ধারকদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, আমাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি যদি পর্যটক আকর্ষণে বাংলাদেশের Unique Selling Point হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কি মদ্যপান, নাইট ক্লাব, ইত্যাদি বিজাতীয় সাংস্কৃতিক উপাদানকে উৎসাহিত করে পর্যটন শিল্পে আমাদের নিজেদের শক্তিকেই কমিয়ে দিচ্ছি না?

মদ্যপানের বিস্তার যদি সারাদেশে ঘটে, তাহলে আমাদের জনগোষ্ঠী কি আগের মতোই বন্ধুবৎসল, কর্মঠ এবং অতিথিপরায়ণ থাকবে, নাকি অন্যান্য দেশের নাগরিকদের মত আত্মকেন্দ্রিকতাকে প্রাধান্য দেবে?

মদ্যপান, নাইট ক্লাব, ইত্যাদি উপাদান আমাদের সংস্কৃতিতে কোনদিনই ছিল না, এখনো নেই। এই উপাদানগুলি পশ্চিমাদের সংস্কৃতির অংশ। এই দেশগুলি যেহেতু পর্যটন শিল্পে উন্নত হয়েছে, তাই আমরা মনে করছি অন্ধভাবে তাদেরকে অনুসরণ করলেই আমরা পর্যটন শিল্পে উন্নত হতে পারব।

কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি, পশ্চিমারা তাদের দেশকে অপরের কাছে তুলে ধরতে গিয়ে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকেই আসলে তুলে ধরেছে। এর জন্য তারা বিজাতীয় কোন উপাদান ধার করেনি। মুসলিম পর্যটকদেরকে আকর্ষণ করতে গিয়ে তারা যেমন মোড়ে মোড়ে মসজিদ তৈরি করেনি, তেমনি প্রাচ্যের পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করতে গিয়ে তারা প্রাচ্যের সংস্কৃতিকেও গ্রহণ করেনি।

তাহলে একই পর্যটক আকর্ষণ করতে গিয়ে আমরা কেন আমাদের শত বছরের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি জলাঞ্জলি দিয়ে ভিনদেশী সংস্কৃতিকে বরণ করে নেব?

আমরা মনে করি এই ধরনের প্রবণতা পর্যটন শিল্পে আমাদের Unique Selling Point কেই ধ্বংস করবে না, ধ্বংস করবে আমাদেরকেও।

বাংলাদেশে মদ্যপানের বিস্তার

বাংলাদেশে মদ্যপানের সুযোগ সহজলভ্য না হলেও এই পানীয়টি একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। দেশের বিভিন্ন লাইসেন্সড বার, হোটেল এবং ওয়্যারহাউজগুলিতে মদ কিনতে পাওয়া যায়, যদিও দেশের আইন অনুযায়ী একজন বিদেশী নাগরিক কিংবা লাইসেন্সধারী বাংলাদেশি নাগরিক ছাড়া আর কেউ এই পানীয় কিনতে পারেন না। তবে এই আইন প্রকৃতপক্ষে কতটুকু কার্যকর, তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

বাংলাদেশে মদের চাহিদা কমছে না বাড়ছে, তা নিয়ে কোন গবেষণা অতীতে হয়েছে কিনা, তা আমাদের জানা নেই। তবে ২০১১ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সেই সময়ে সরকারের লাইসেন্স দেয়ার প্রক্রিয়ায় প্রায় ৭,০০০ আবেদন জমা পড়েছিল যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১০-১১ সালে দেশে মোট লাইসেন্সধারী মদ্যপায়ীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩,০০০[৩]।

[৩] তথ্যসূত্রঃ http://bdinn.com/news/7000-sought-permit-to-drink-wine-including-ministers-mps-secretaries/

এছাড়াও ২০০২ সালে প্রথমবারের মত একটি দেশীয় কোম্পানিকে দেশে মদ তৈরির অনুমতি দেয়া হয়। এই অনুমতির আওতায় এই কোম্পানিটি বাংলাদেশেই মদজাতীয় পানীয় তৈরি করছে[৪]।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার টেকনাফের অদুরে একটি এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন করার উদ্যোগ হাতে নিয়েছে যেখানে অন্যান্য অনেক বিনোদনমুলক উপাদানের সাথে নাইট ক্লাবও থাকবে[৫]।

বাংলাদেশে পর্যটক বলতে যে আমরা শুধু বিদেশীদেরকেই বুঝি, তা আমরা ব্যাখ্যা করেছি এই পেপারের দ্বিতীয় পর্বে। আর বিদেশীদেরকে বাংলাদেশে আকৃষ্ট করার জন্য মদের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন – এই ধরনের একটি বিশ্বাস আমাদের নীতিনির্ধারক মহলে রয়েছে, তা বোঝা যায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মালিকানাধীন যে সকল রেস্তোরা ঢাকা শহরে রয়েছে, সেই রেস্তোরাগুলি মুলত সর্বত্র পরিচিতি পেয়েছে মদের বার হিসাবে, উপাদেয় খাবার সমৃদ্ধ রেস্তোরা হিসাবে নয়।

ঢাকার মহাখালিতে অবস্থিত হোটেল অবকাশের রেস্তোরা এবং শাহবাগে অবস্থিত সাকুরা রেস্টুরেন্ট এমনই দুটি সরকারি মালিকানাধীন রেস্তোরা। অথচ এই দুটি রেস্তোরা ঢাকার অধিবাসীদের কাছে উন্নতমানের কোন রেস্তোরা হিসাবে প্রসিদ্ধ নয়। বরং এই দুটি রেস্তোরার পরিচিতি হয়েছে মুলতঃ মদের সহজলভ্যতার জন্য।

একই প্রবণতা দেখা যায়, ঢাকা এয়ারপোর্টে বিভিন্ন ডিউটি ফ্রি শপের পণ্যতালিকার দিকে তাকালে। এই শপগুলি ঢাকা এয়ারপোর্টের ভিতরে অবস্থিত। এই শপগুলির দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে থরে থরে সাজানো বিভিন্ন বিদেশী মদের দিকে। এই মদের বোতলগুলো সারি সারি ভাবে সাজানো রয়েছে এই শপগুলিতে। অথচ এই শপগুলিতে অন্যান্য কোন পণ্যের আধিক্য চোখে পড়ে না।

[৪] তথ্যসুত্রঃ বিবিসি নিউজ।
[৫] তথ্যসুত্রঃ বিডিনিউজ২৪.কম

ঢাকা'র হজরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত একটি ব্যক্তিখাতের ডিউটি ফ্রি শপ যেখানে বিভিন্ন কলামে সাজানো রয়েছে নানা জাতের, নানা মাপের, বিভিন্ন রঙের মদের বোতল।

তাহলেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, ডিউটি ফ্রি পণ্য বলতে আমরা কি শুধু মদকেই বুঝি? বাংলাদেশে কি আর কোন মানসম্পন্ন পণ্য নেই যা কিনা এই শপগুলিতে শুল্কমুক্তভাবে বিক্রি করা যায়? আর বিদেশীদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য মদ ছাড়া আমাদের কি আর কিছু দেখানোর নেই?

এই প্রশ্নগুলির উত্তরে আমাদের নীতিনির্ধারকরা কি বলবেন, তা আমাদের জানা নেই। তবে বিগত বছরগুলিতে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ পর্যালোচনা করে আমরা ধারণা করতে পারি, বাংলাদেশের সরকারি মহলে মদ্যপানের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার আগ্রহ বিদ্যমান এবং আমরা মনে করি, **মদ্যপানের সুযোগ অবারিত করা ছাড়া পর্যটন খাতের বিকাশ সম্ভব নয়** – এই ধরনের একটি বিশ্বাস নীতিনির্ধারকদেরকে মদ্যপানকে সহজলভ্য করার ব্যাপারে উৎসাহিত করছে।

এলকোহল ফ্রি পর্যটন

আমরা এই পর্বের শুরুতেই বলেছি, বিশ্বে এমন কোন মুসলিম প্রধান দেশ পাওয়া যাবে না যারা মদ্যপানমুক্ত পর্যটনের বিস্তারে প্রচারণা চালিয়েছে। বর্তমানে খুব সম্ভবত মাএ তিনটি মুসলিম প্রধান দেশে মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এই দেশগুলি হল সৌদি আরব, ইরান এবং সুদান।

এর মধ্যে সৌদি আরবে ধর্মীয় পর্যটনের ব্যাপক বিস্তার হলেও অন্যান্য পর্যটন খাতে এই দেশটি এখন পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য অবস্থানে নেই। সেই সাথে সৌদি আরব এলকোহল ফ্রি পর্যটনের বিকাশে কোন প্রকার প্রচারণাও চালাচ্ছে না। একই কথা প্রযোজ্য ইরান এবং সুদানের বেলাতেও।

তবে এখানে ইরানের ব্যাপারটা কিছুটা ভিন্ন। ইরানে মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কিন্তু এখন পর্যন্ত ইরান পর্যটক আকর্ষণে এই এলকোহল ফ্রি বৈশিষ্ট্যটি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেনি এবং এই কৌশল অবলম্বন করে পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা এখন পর্যন্ত শুরু করেনি। তাই প্রশ্ন জাগে, ইরানে বর্তমানে পর্যটকদের আগমনের হার কি? বিশ্ব পর্যটকরা মদ্যপানের দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও ইরানকে কিভাবে মুল্যায়ন করছেন? এই প্রশ্নগুলির কিছু উওর আমরা দেয়ার চেষ্টা করেছি নিম্নোক্ত বক্সে।

সেই সাথে আমরা ইন্ডিয়ার কেরালার উদাহরণও তুলে ধরছি। এই অঞ্চলটি ইন্ডিয়ার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পর্যটন কেন্দ্র। কিন্তু সম্প্রতি কেরালা রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী দশ বছরের মাথায় কেরালাকে সম্পূর্ণরূপে এলকোহল ফ্রি করা হবে। এই সিদ্ধান্ত কেন নিতে হল এবং কিইবা এর ভবিষ্যৎ প্রভাব, সেটাও আমরা তুলে ধরছি নিম্নোক্ত বক্সেঃ

এলকোহল ফ্রি পর্যটনঃ ইরান এবং কেরালার অভিজ্ঞতা

ইমাম স্কয়ার, ইস্পাহান, ইরান

ইরান বিশ্ব পর্যটন শিল্পে কোন সুপরিচিত দেশ না হলেও শত রাজনৈতিক সমস্যা এবং প্রতিবন্ধকতা সত্বেও এই দেশে পর্যটন খাতের বিকাশ ঘটছে দ্রুত। সওরের দশকের শেষের দিকে ইসলামী বিপ্লব পরবতী ইরান দীর্ঘদিন ইরাকের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। পরবতীতে পারমানবিক ক্ষমতার ব্যবহার নিয়ে বিতর্কে এই দেশটির উপর অবরোধ চলছে দীর্ঘদিন থেকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইরানে পর্যটন খাত বিকশিত হয়নি।

ইরানে ইসলামিক বিপ্লব পরবতীতে দীর্ঘদিন থেকেই শরীয়া আইন চালু রয়েছে এবং এই দেশে মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অন্যান্য পর্যটকবান্ধব মুসলিম প্রধান দেশগুলির মত এখানে পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণের ধারাও অনুপস্থিত। তাছাড়াও বিদেশি পর্যটকদের জন্য রয়েছে আরো প্রতিবন্ধকতা, যেমন অবরোধের কারণে ইরানে কোন আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড কিংবা এটিএম কার্ড ব্যবহার করা যায় না। তাই বিদেশীদেরকে নগদ টাকা সঙ্গে নিয়ে আসতে হয় যা কিনা ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়াও সেখানে মহিলাদেরকে মাথায় কাপড় দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। কিন্তু তারপরও ইরানে বিদেশী পর্যটকদের আধিক্য কেমন, তা বোঝা যাবে নীচের তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে।

২০০০ সালে ইরানে ভ্রমণকারী মোট পর্যটকের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ। ২০১০ সালে এসে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩১ লক্ষতে যা একই সময়ে বাংলাদেশে আসা পর্যটকদের সংখ্যার ১০ গুণেরও বেশি। এই সময়কালে ইরানে পর্যটকদের আগমনের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় প্রতি বছর ১১% হারে। সম্প্রতি ইরানে সরকার পরিবর্তনের কারণে বাইরের বিশ্বের সাথে ইরানের সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তাই ধারণা করা হচ্ছে, ইরানের প্রতি সারা বিশ্বের মনোভাব পরিবর্তনের পাশাপাশি অচিরেই এই দেশটি পর্যটকদের জন্য একটি তীর্থস্থানে পরিণত হবে।

ইরানে পর্যটকদের ভ্রমণের হার বাড়ছে মূলতঃ ইরানের সমৃদ্ধ পুরাকীর্তি এবং স্থাপনা, ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ স্থান এবং ইরানী জনগণের অতুলনীয় আতিথেয়তার কারণে। একজন আন্তর্জাতিক পর্যটন বিশ্লেষক মি. রিক স্টিভস ইরানে বেড়াতে গিয়ে লিখেছেন, In a lot of ways, visiting Iran is like a Cuban cigar….it's a big deal mostly for Americans. There are Western tourists (mostly Germans, French, Brits, and Dutch). In fact, the Lonely Planet guidebook to Iran sells reasonably well and just came out in a new edition. Most foreigners I met were on a tour, with a private guide, or visiting relatives. Control gets tighter and looser depending on the political climate.

I can't help but think how tourism could boom here if they just opended this place up. Once, while stuck in a Tehran traffic jam, the man in the next car asked my driver to roll down his window. He passed over a bouquet of flowers and said, "Give this to the foreigner in your back seat and apologize for our traffic." And when does Iran open up for tourism, experiences like this lead me to believe that its people will be the biggest draw.

ইরানের সামাজিক অবস্থানের সাথে ইন্ডিয়ার কেরালার কোন মিল না থাকলেও অন্তত একটি ব্যাপারে ইরানের সাথে কেরালার মিল হওয়ার সুযোগ ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে। কেরালা ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত পর্যটকপ্রিয় রাজ্য। ইন্ডিয়ার অন্যান্য অধিকাংশ রাজ্যের মত এখানেও মদ্যপানের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না, তবে সম্প্রতি কেরালা রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী দশ বছরের মধ্যে কেরালাতে শুধুমাত্র পাঁচ তারকা হোটেলগুলি ছাড়া অন্যান্য সকল স্থানে মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হবে। পাঁচ তারকা হোটেলগুলিতেও প্রতি রবিবার মদ্যপান নিষিদ্ধ থাকবে।

কেরালার ওয়াটারওয়ার্ল্ড

এই সিদ্ধান্তের ফলে কেরালাতে প্রায় ৭০০ মদ্যপানের বার তাদের লাইসেন্স হারাবে। সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন যে সকল বার রয়েছে, তা প্রতি বছর ১০% হারে বন্ধ করা হবে। এর ফলে সরকার রাজস্ব হারাবে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার।

কেরালার জন্য এই সিদ্ধান্তটি নেয়া খুবই কঠিন কারণ এখানে বিদেশী পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণও মদ্যপানে অভ্যস্ত। ইন্ডিয়ার মধ্যে কেরালাতে মদ্যপানের হার সবচেয়ে বেশি যা বাৎসরিক জনপ্রতি ৮ লিটারের বেশি। তাই সরকারের এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে কতটুকু ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান।

মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করার পিছনে যে কারণটি মুখ্য, তা হল সম্প্রতি কেরালাতে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে এবং গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় ৬৯% অপরাধ, ৪০% সড়ক দুর্ঘটনা এবং প্রায় ২৫% হাসপাতালে স্থানান্তরের সাথে মদ্যপানের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে পর্যটন শিল্প মালিকরা। তারা ইতোমধ্যেই আদালতের শরণাপন্ন হয়ে সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি সাময়িক স্থগিতাদেশ আদায় করেছেন। তারা আশঙ্কা

করছেন, সরকারের এই সিদ্ধান্তের কারণে কেরালা পর্যটন শিল্পে অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক পিছিয়ে পড়বে, কারণ অন্যান্য প্রতিযোগী রাজ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ নয়।

আবার অনেকেই বলছেন, সরকার শুরুতে এই ব্যাপারে কঠোর মনোভাব দেখালেও ভবিষ্যতে এই বিষয়ে ছাড় দিতে বাধ্য হবে। আর তা যদি না হয়, তাহলে আপনা আপনি মদ্যপানের একটি অবৈধ বাজারের সৃষ্টি হবে, কারণ এখানকার সাধারণ জনগণ এবং বিদেশী পর্যটকরা মদ্যপানের পক্ষে।

কেরালা সরকারের এই সিদ্ধান্ত কতটুকু কার্যকরী হবে, তা ভবিষ্যতই বলবে, তবে আমরা শুধু বলতে চাই একটি অমুসলিম প্রধান অঞ্চল হয়েও কেরালা মদ্যপানকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধা করছে না। কারণ সচেতন ব্যক্তিরা মনে করছেন মদ্যপানের দীর্ঘদেয়াদী প্রভাব ক্ষতিকর এবং তা দীর্ঘমেয়াদে পর্যটন শিল্পকেই ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

ছবিসূত্রঃ দি টেলিগ্রাফ এবং www.keralatourism.org
তথ্যসূত্রঃ Statistical Centre of Iran, www.ndtvcooks.com, www.ricksteves.com, Telegraph, Daily Mail Online

এরপর পড়ুন, পঞ্চম পর্বঃ
মিথ ৫ঃ পর্যটন শিল্পের বিকাশে ব্যক্তিখাতের ভূমিকাই প্রধান
http://www.ideasfd.org/PP3-P5.pdf

©IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD)
ideasfd@gmail.com
www.ideasfd.org

[Keyword for Websearch: IFD Policy Paper Series, Myths of Bangladesh's Tourism]